বাংলাদেশের শিল্প

ইউনিট ৪

ভূমিকা

নাফিসের বড় চাচা ছাতক সিমেন্ট কারখানার একজন ইঞ্জিনিয়ার। স্কুলের ছুটিতে নাফিস তার পিতা-মাতা ও ভাইবোনের সাথে চাচার কাছে বেড়াতে গেল। চাচা তাকে এবং তার চাচাত ভাই-বোনদেরকে সিমেন্ট কীভাবে তৈরি হয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। নাফিস দেখল সেখানে হাজার হাজার পাথরের সমাবেশ। তার চাচা জানাল প্রতিদিন ভারত সীমান্ড় থেকে অগণিত পাথর এখানে আসছে। এ সকল পাথরই হচ্ছে সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এ পাথরকে সিমেন্টে রূপান্ড়রিত করা হয়। ছাতক সিমেন্ট খুব মানসম্পন্ন। নাফিসের দেখা ছাতক সিমেন্ট কারখানা বাংলাদেশের একটি গুর"ত্বপূর্ণ শিল্প। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকারের শিল্প, এর গুরুত্ব এবং এগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১ : শিল্পের ধারণা ও প্রকারভেদ
পাঠ- ৮.২ : কুটির শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব/অবদান
পাঠ- ৮.৩ : কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র
পাঠ- ৮.৪ : কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা এবং কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য করণীয়।
পাঠ- ৮.৫ : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধারণা বৈশিষ্ট্য ও গুর"ত্ব/অবদান
পাঠ- ৮.৬ : বৃহৎ শিল্পের ধারণা বৈশিষ্ট্য ও গুর"ত্ব/অবদান
পাঠ- ৮.৭ : বাংলাদেশে উন্নত ও অনুন্নত শিল্প এলাকাসমূহ

পাঠ-৮.১ শিল্পের ধারণা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিল্পের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায়, বিনিময়, মুনাফা,

শিল্পের ধারণা

সাধারণত ব্যাপক মুলধন সামগ্রী ব্যবহার করে কারখানাতে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যেকে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলা হয়। শিল্পের উৎপাদন সাধারণত: কারখানা ভিত্তিক হয় এবং নির্দিষ্ট দ্রব্যের কারখানাসমুহকে একত্রে শিল্প বলা হয়। যেমন পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান হলেও দেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভুমিকা কম নয়। অর্থনীতিতে শিল্পের ভুমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠ পোষকতা ও উদ্যোগ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্পের প্রকারভেদ

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পকে ব্যপক অর্থে উৎপাদন শিল্প ও সেবামুলক শিল্প এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শিল্পের প্রকারভেদ নিম্নরূপ:

(ক) উৎপাদনমূখী শিল্প

পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়জাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুণঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক সকল প্রকার শিল্প উৎপাদনমূখী শিল্পের অন্তর্ভূক্ত। উৎপাদন শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়জাত করে চুড়ান্ত পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়। বস্ত্র শিল্প, পাট শিল্প, চিনি শিল্প, সার শিল্প,সিনেমা শিল্প, চামড়া শিল্প, জাহাজ নির্মান শিল্প এবং রেল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উৎপাদনমূখী শিল্পের উদাহরণ:

(খ) সেবা শিল্প

যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সেবামুলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সেবামূলক শিল্পের অন্তর্ভূক্ত। মৎস আহরণ, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং অটেমোবাইল সার্ভিসিং বিনোদন শিল্প, হর্টিকালচার ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরন ও দুধ ও পোলট্রি উৎপাদন ও বিপনন, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, পর্যটন ও সেবা, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি সেবা শিল্পের উদাহরণ।

সারসংক্ষেপ

শিল্পের উৎপাদন সাধারণত কারখানা ভিত্তিক হয় নির্দিষ্ট দ্রব্যের কারখানা সমূহকে একত্রে শিল্প বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সর্বশেষ জাতীয় শিল্পনীতি ঘোষিত হয় কত সালে?

ক) ২০০৯ খ) ২০১০

গ) ২০১১ ঘ) ২০১২

২। বস্ত্র শিল্প, সার শিল্প, চিনি শিল্প ও সিমেন্ট শিল্প কোন শিল্পের উদাহরণ ?

ক) উৎপাদন মূখী শিল্প খ) সেবা শিল্প

গ) কুটির শিল্প ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কোন শিল্পের অন্তর্গত ?

ক) উৎপাদন মূখী শিল্প খ) সেবা শিল্প

গ) কুটির শিল্প

ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প

পাঠ-৮.২ কুটির শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব/অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কুটির শিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- কুটির শিল্পের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	কুটির শিল্প, পরিবার

কুটির শিল্প

কুটির শিল্প বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য বিশিষ্ট্য যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান কে বুঝায় যে সব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যাতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০ এর অধিক নয়। সাধারনত: স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সহায়তায় কুটির শিল্প পরিচালিত হয়। তারা পূর্ণকালীণ ও খন্ডকালীণ সময়ে উৎপাদন ও সেবা কাজে জড়িত থাকে।

কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য দেয়া হলোঃ

- **পরিবার কেন্দ্রিক ঃ** কুটির শিল্প সাধারণত পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। সাধারণত স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারাই কুটির শিল্প পরিচালিত হয়।
- **স্বল্প মূলধন ঃ** কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের ইচ্ছা বা সদিচ্ছাই যথেষ্ট। যে কেউ ইচ্ছা করলেই কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে কুটির শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনামূলকভাবে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়।
- **অবস্থান ঃ** কুটির শিল্প যেখানে সেখানে স্থাপন করা যায়। কুটির শিল্প সাধারণত মালিকের নিজের ঘরেই পরিচালিত হয়।
- **আয়তন ঃ** কুটির শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এ শিল্পের আয়তন ছোট হয়।
- **কাঁচামাল ঃ** কুটির শিল্পে সাধারণত স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও উপকরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে আমাদের দেশের কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

কুটির শিল্পের গুরুত্ব/অবদান

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আর্থসামজিক উন্নয়নে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সীমিত। তবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক গুর"ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে তা দেয়া হলো:

১. **মূলধন সাশ্রয়:** স্বল্প পুঁজিতে এ শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী কারন মূলত: কুটির শিল্প শ্রম প্রধান একটি শিল্প। যেখানে পরিবারের সদস্যদের সাহায্যেও এ শিল্পে উৎপাদন কার্যক্রম চালানো যায়।

২. **কর্মসংস্থানের সুযোগ:** বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বেকার ও অর্ধবেকার লোকদের আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর সুযোগ সৃস্টি করে।

৩. **সহায়ক পেশা:** খন্ডকালীন বেকার দুর করার ক্ষেত্রে গ্রামীন এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ, মাধ্যম হিসাবে ভুমিকা পালন করে।

৪. **মহিলাদের কর্মসংস্থান:** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মহিলাদের ভুমিকা বেশী। তাদের নরম হাতের স্পর্শ সৃষ্টি হয় এক আকর্ষনীয় লোভনীয় সৌখিন পণ্যের। পরিবারের মহিলারা অবসর সময়ে এ ধরনের শিল্পে কাজ করে আয় বাড়াতে এবং স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সম্ভব হয়।

৫. **স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার:** দেশীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পল্লী অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে। ফলে সঠিক মুনাফা অর্জনের সৃষ্টি হয়।

৬. **উদ্যোক্তাগণের প্রতিভা লালন:** রাঁখাল দাশের মতো এমন অনেক উদ্যোক্তাই নিজস্ব চিন্তা চেতনার প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন নতুন পন্য উদ্ভাবন করছে, এমন উদ্যোক্তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেয়া উচিত।

৭. **সুষম উন্নয়ন:** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের সর্বত্রই স্থাপন করা যায়। ফলে দেশে সুষম উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীল আসে।

৮. **শিল্পের কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** বৃহদায়তন শিল্পে কাঁচামাল ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের মূল কাঠামো শক্তিশালীকরণ করতে সাহায্য করে।

৯. **জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলা সংরক্ষণ:** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এ শিল্পের নানা পণ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। তাই জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলা সংরক্ষনে কুটি শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

- পরিবারের শ্রম দ্বারা পরিচালিত গৃহ ভিত্তিক শিল্প ইউনিটকে কুটির শিল্প বলা হয়।
- কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো পরিবার কেন্দ্রিক, স্বল্প মূলধন, অবস্থান, আয়তন ও কাঁচামাল প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কুটির শিল্প সাধারণত?
ক) পরিবারের সদস্য দ্বারা পরিচারিত হয়
খ) পরিবার বহির্ভূত শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়
গ) পরিবার ও পরিবার বহির্ভূত শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়
ঘ) ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়

২। কোন শিল্পে স্বল্প মূলধন, ছোট খাটো ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাধারণ দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় ?
ক) বৃহৎ শিল্প খ) পোশাক শিল্প
গ) কুটির শিল্প ঘ) মাঝারি শিল্প

৩। কুটির শিল্প সাধারণত কিরূপ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় ?
ক) দেশীয় কাঁচামাল খ) বিদেশী কাঁচামাল
গ) আমদানিকৃত কাঁচামাল ঘ) দেশীয় ও বিদেশীয় কাঁচামাল

৪। বেতের ঝুড়ি, বেতের চেয়ার, দোলনা, ফুলদানি, পুতুল প্রভৃতি তৈরী কোন শিল্পের অন্তর্গত ?
ক) কুটির শিল্প খ) ক্ষুদ্র শিল্প
গ) ভারী শিল্প ঘ) মাঝারি শিল্প

পাঠ-৮.৩ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কুটির শিল্পের উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

কুটির শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ছোট জায়গা স্বল্প মূলধন, ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতা কারিগরী জ্ঞান এবং পারিবারিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে কুটির শিল্প। নানা রকম কুটির শিল্প আমাদের দেশকে করেছে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন অঞ্চলের কুটির শিল্প এত বেশী সুনাম অর্জন করেছে, যার কারনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কুটির শিল্পের নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন- রাঙ্গামাটি কুটি শিল্প, মনিপুরি কুটিরশিল্প, কুমিল্লার খদ্যর ইত্যাদি।

নিম্নে বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রের একটি তালিকা দেয়া হলো:

কুটির শিল্পের ধরন	উৎপাদিত সামগ্রী
পাট জাত শিল্প	স্কুল ব্যাগ, শিকা, দেয়াল মাদুর, পাটের স্যান্ডেল, কার্পেট।
বাঁশ ও বেঁত শিল্প	বেতের ঝুড়ি, চায়ের ট্রে, বেতের চেয়ার, দোলনা, পুতুল, ঝুড়ি, ডালা, কুলা, চালুন, সপ, প্রভৃতি।
মৃৎ শিল্প	পল, ফুল, শোপিস, পুতুল, ফুলদানী, ফুলের টপ, হাড়ি, কলসি ও অন্যান্য সামগ্রী।
তাঁত ও বস্ত্র শিল্প	শাড়ি, লুঙ্গি, টেবিল ক্লোথ, জামদানী, সোয়েটার, ব্যাগ, মাফলার, সুতার টুপি, চাদর, গামছা. মীত বস্ত্র প্রভৃতি।
খাদ্য ও সহায়ক শিল্প	চানাচুর, জ্যামজেলী, মধু, গুড়, মিষ্টি, দধি, পিস, সেমাই প্রভৃতি।
হস্ত শিল্প	হাতের শিল্প কার্পেট, নকশিকাঁথা, অফিষ ষ্টেশনারী, বুক বাইন্ডিং, মাছ ধরাার জাল, মাদুর প্রভৃতি।
ঝিনুক শিল্প	ঝিনুকের মালা, অলংকার, খেলনা।
ক্ষুদ্র ও ইস্পাত শিল্প প্রকৌশল শিল্প	দা, কোদাল, খুন্তি, কাঁচি, সুরমাদানী, রেডিও, টেলিভিশন ও ফ্রীজ মেরামত, ওয়েল্ডিং, ওয়ার্কসপ, মটর সাইকেল, জিপ, ট্রাক ও বাস মেরামত, প্রভৃতি।
কেমক্যিাল ফার্মাসিউটিক্যাল	ব্যবহারিক তেল, আতর, আগর বাতি, মোমবাতি, ফিনাইল, প্রভৃতি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধরন	উৎপাদিত শিল্প
খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প	ময়দা, আটা, সুজি, সেমাই ব্রেড ও বিস্কুট, লাল চিনি, মধু শোধন, শুকনা ও টিনজাত মাছ, তেলের মিল, চকোলেট, সিগারেট ও বিড়ি কারখানা, চাল, মুড়ি চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ (স্বয়ংক্রিয় চাল কলসহ)
বস্ত্র শিল্প	থান কাপড়, বেডশিট, শার্ট-প্যান্টের কাপড়, শাড়ি, গামছা।
পাট ও পাটজাত শিল্প	সুতা, সুতলি, পাটের ব্যাগ, কাপড়, কার্পেট, পাটের স্যান্ডেল ও সকল পাটজাত দ্রব্য
বন শিল্প	কাঁঠ, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিসপত্র, করাত কল, কাঠের খেলনা ও উন্নতমানের আসবাবপত্র, ক্রীড়া সামগ্রী
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প	বিভিন্ন ধরনের কাগজ, প্যাকেট, কার্টন তৈরি
চামড়া ও রাবার শিল্প	চামড়া ও রাবারের ব্যাগ, জুতা কারখানা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধরন	উৎপাদিত শিল্প
ক্ষুদ্র ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প	হাস্ড়চালিত টিউবওয়েল, কৃষি যন্ত্রপাতি, মিল কারখানার যন্ত্রপাতি, অটো মোবাইল সামগ্রী
কেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প	বিভিন্ন ধরনের রং, পেইন্ট, পল্লাস্টিক কারখানা, ঔষধ তৈরির কারখানা, জৈব সার মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া তৈরি
গ□াস ও সিরামিক শিল্প	বিভিন্ন ধরনের গ্লাস ও সিরামিক সামগ্রী, চীনা মাটির জিনিসপত্র
হিমাগার শিল্প	বিভিন্ন ধরনের হিমাগার

সারসংক্ষেপ

- উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা কুটির শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের নাম গুলো বলতে পারবেন।
- উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধারণ উৎপাদিত দ্রব্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্কুল ব্যাগ, শিকা, দেয়াল ....., কার্পেট ইত্যাদি কোন শিল্পের অন্ড়র্ভূত ?
ক) তাঁত শিল্প খ) মৃৎ শিল্প
গ) পাট জাত শিল্প ঘ) হস্ড়শিল্প

২। ফুলের টব, পুতুল, হাঁড়ি কলস এগুলো কোন শিল্পের অন্তর্গত ?
ক) তাঁত শিল্প খ) মৃৎ শিল্প
গ) পাট জাত শিল্প ঘ) হস্ত শিল্প

৩। নকশিকাঁথা কোন ধরনের শিল্প ?
ক) বন শিল্প খ) হস্ত শিল্প
গ) মৃৎ শিল্প ঘ) খাদ্যজাত শিল্প

৪। ইসমাইল স্থানীয় বাজারে ভাড়া করা ঘরে দা, কোদাল খোন্তা তৈরীর কারখানা চালু করল। ইসমাইল এর কারখানাটি কোন্ জাতীয় শিল্প ?
ক) হস্ড়শিল্প খ) ক্ষুদ্র ইস্পাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প
গ) লোহাজাত শিল্প ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

৫। ময়দা, চিনি, সুজি, সেমাই, ব্রেড, মুড়ি ও চিড়া কোন শিল্পের অন্তর্গত ?
ক) বস্ত্র শিল্প খ) খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প
গ) রসায়ন শিল্প ঘ) বন শিল্প

৬। চামড়া ও রাবারের ব্যাগ, জুতা কারখানা কোন শিল্পের মধ্যে পড়ে ?
ক) বস্ত্র শিল্প খ) বন শিল্প
গ) চামড়া ও রাবার শিল্প ঘ) ক্ষুদ্র ও ইস্পাত শিল্প

পাঠ-৮.৪ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা এবং কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য করণীয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা চিহ্নিত করতে পারবেন
- কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন

কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা

কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. মূলধনের স্বল্পতা ঃ মূলধনের স্বল্পতা কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা। মূলধনের স্বল্পতার কারনে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাদের স্বাভাবিক কার্যতম ব্যহত হয়।

২. অনুন্নত রাস্ড়াঘাট ঃ উন্নত রাস্ড়া ঘাট না থাকার কারণে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট জায়গায় সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় না। এমনকি পণ্যের কাঁচামাল সময়মত আনা সম্ভব হয় না। এটি একটি অন্যতম সমস্যা।

৩. অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ঃ অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ঠিক না থাকার কারণে এই সব শিল্প তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে পারে না। এটি একটি অন্যতম সমস্যা।

৪. অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই সব শিল্পের অন্যতম অন্তরায়। আমাদের দেশের পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকার কারণে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বাধাগ্রস্ড় হচ্ছে। উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য আনা নেয়ার ব্যাপারে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

৫. প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ঃ কুটির শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা হচ্ছে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি। এই সব শিল্পের শ্রমিকেরা পরিবারের সদস্যরা সেই পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদন পরিচালনা করে থাকে। ফলে পণ্যের মান সেই ধরনের হয়ে থাকে।

৬. কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব ঃ কুটির শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে এই সব শিল্পে যারা নিয়োজিত থাকে তাদের কারিগরী জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আর এই সব শিল্পে যেই সব শ্রমিক কাজ করে তাদের দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে পণ্যের মান খারাপ হয়।

৭. মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব ও শ্রমিক অসন্ড়োষ ঃ মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব ও শ্রমিক অসন্তোষ এই সব শিল্পের উন্নয়নের অন্যতম বাধা। আমাদের দেশে মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব প্রায়শঃই দেখা যায় এবং শ্রমিক অসন্তোষ সব সময় লেগেই থাকে। ফলে শিল্পের কার্যক্রম ব্যহত হয়।

৮. উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমান ঃ কুটির শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমান। উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমান হওয়ার কারণে এই সব পণ্য বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে পারছে না।

৯. সরকারি পৃষ্টপোষকতার অভাব ঃ সরকারি পৃষ্টপোষকতার অভাবের কারণে কুটির শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা গ্রস্থ হচ্ছে। সরকারের কাছে থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্যে সহযোগিত না পাওয়ার ফলে এই সব শিল্প গুলো উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়।

ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে করণীয়

কুটির শিল্প প্রধানত: পরিবারভিত্তিক। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পরিবারের সদস্যগণ ছাড়াও বাইরের শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়। এই জাতয়ি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ নিজের শ্রম ও মেধা খাটিয়ে এবং স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে দেশের

অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তবে এ শিল্পের বিকাশে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী । সেগুলো নিম্নে দেয় হলো:

১. **কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ:** সাধারণত: যে জাতীয় কাঁচামাল যেখানে বেশী সেখানেই জাতীয় শিল্পগুলো বেশী গড়ে উঠে। তবে অনেক সময় প্রকৃতিক দূর্য়োগ যোগাযোগ অব্যবস্থা অন্যান্য কারনে কাঁচামাল পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়লে শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। এই জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

২. **বাজারের নৈকট্য:** উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বিপনের জন্য প্রয়োজন বাজারের। আবার কাঁচামাল ক্রয়ের বাজার ও কাছাকাছি থাকা উচিৎ। কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত করা গেলে এ জাতীয় শিল্পে বিকাশ তরান্বিত হবে।

৩. **শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান:** ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্প মূলতঃ শ্রমঘণ শিল্প। এদের বিকাশে দক্ষ জনশক্তি ও স্বল্প মজুরিতে শমিকের প্রাপ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। কুটির শিল্পের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডিজাইন ও দক্ষ কারিগরী জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষ করার সুযোগ থাকতে হবে।

৪. **পরিবহনে সুযোগ সুবিধা:** প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয় কাঁচামাল ও বাজারের উপর নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠা হলেও পণ্যের বাজার বিস্তৃত হলে তার বিক্রয় ও বিপণনের জন্য এবং কাঁচামাল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠভাবে আনা নেওয়ার জন্য যোগাযোগের সুব্যবস্থা আবশ্যক।

৫. **স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ:** যেহেতু ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্প স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে তাই স্থানীয় চাহিদা পুরণের গুরুত্ব দিয়ে শিল্প স্থাপিত হয়। তবে শুধু মাত্র স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখলেই হয় না। বৈদেশিক বাজারের প্রসার ও একই সঙ্গে চাহিদা পূরণের দিকেও গুর"ত্ব দিতে হয়।

৬. **পুঁজির সহজলভ্যতা:** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হলেও সকল উদ্যোক্তার পক্ষে পুঁজির যোগান দেওয় সম্ভব হয় না। এই ব্যাংকসহ বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ হিসাবে পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

৭. **সরকারী সুযোগ সুবিধার সহজলভ্যতা:** কুটির শিল্প দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতিক। তাই এ বিকাশে ও প্রসারের জন্য সরকারি সকল ধরনের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। আশার কথা যে, সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন ধরনের পৃষ্টপোষকতা করে যাচ্ছে। সরকার ক্ষুদ্র মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তাদান, তাঁতশিল্প রক্ষা, বেনারসি ও জামদানি পল্লীর মতো রেশম পল্লী গড়ে তোলাসহ তাঁতি কামার, কুমার, মৃৎশিল্প বাঁশ, বেত, তামা, কাঁশা ও পাট শিল্পে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সারসংক্ষেপ

- উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ কি কি ?
   ক) অনুন্নত রাস্ড়ঘাট, মূলধনের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ
   খ) শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা
   গ) শিল্পের কাঠামো শক্তিশালীকরণের অভাব
   ঘ) স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার অভাব

২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় কি ?

ক) সঠিক বাজার তথ্য খ) পুঁজি যোগান
গ) কারখানার আয়তন ঘ) শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান

৩। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সাধারণত কিসের চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ?
ক) স্থানীয় ও বৈদিশিক চাহিদার উপর খ) বিভাগীয় চাহিদার উপর
গ) জাতীয় চাহিদার উপর ঘ) আর্ন্তজাতিক চাহিদার উপর

৪। কিসের উপর শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে ?
ক) মূলধনের খ) দক্ষ শ্রমশক্তির
গ) আধুনিক যন্ত্রপাতি ঘ) বিদেশি বিশেষজ্ঞের

৫। সরকার কোন সংস্থার মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে ?
ক) বাংলাদেশ শিল্প সংস্থার খ) বাংলাদেশ কুটির শিল্প সংস্থার
গ) বাংলাদেশ শিল্প সংস্থার ঘ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার

পাঠ-৮.৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব/অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষুদ্র শিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাঝারি শিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- মাঝারি শিল্পের সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্পের ধারণা

উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে সব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যাতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য, প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫-৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে।

সেবা মূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে সব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০-২৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

মাঝারি শিল্পের ধারণা

উৎপাদমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প বলতে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে সব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটির মধ্যে কিংবা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ - ২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে।

সেবা মূলক শিল্পের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য ব্যয়সহ প্রতিস্থাপন ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পযুন্ত কিংবা যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০-১০০ জন শ্রমিক পর্যন্ড় নিয়োজিত রয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলোঃ

ক্ষুদ্র শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প গঠন করার জন্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন । আর তাই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫-২৯ জন শ্রমিক কাজ করে। আর সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা প্রয়োজন। আর তাই সব প্রতিষ্ঠানে ১০-২৫ জন শ্রমিক কাজ করে ।

মাঝারি শিল্পের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে মাঝরি শিল্পের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলোঃ

মাঝারি শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প গঠন করার জন্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ ১০ কোটি টাকার আর্থিক এবং ৬০ কোটি টাকার প্রয়োজন। আর তাই সব প্রতিষ্ঠানে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক কাজ করে ।

আর সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য, প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকার প্রয়োজন । আর তাই সব প্রতিষ্টানে ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে ।

ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র শিল্প অধিকতর উপযোগী। দেশের বেশির ভাগ শিল্পই ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাভুক্ত। কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র হচ্ছে এ সকল শিল্প। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ-

১. **মূলধন সাশ্রয় ও অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আমাদের দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র শিল্পে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ এ ধরণের শিল্প তুলনামূলক ভাবে শ্রম প্রধান।

২. **সহায়ক পেশাঃ** বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী এক বিরাট অংশ খন্ডকালীন বেকারত্বের স্বীকার। বিশেষ করে কৃষি কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী বছরের কিছু সময় বেকার থাকে। এসব খন্ডকালীন বেকারত্ব দূর করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকার কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত ক্ষুদ্র শিল্প একটি গুর"ত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

৩. **স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারঃ** ক্ষুদ্র শিল্প প্রধানত স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও উপকরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে দেশের মধ্যে প্রাপ্ত কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যাবহার সম্ভব হয়।

৪. **আত্মকর্মসংস্থানঃ** ক্ষুদ্র শিল্পে প্রয়োজন স্বল্প পুঁজি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। এ ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের বিপুল সংখ্যক বেকার ও অর্ধবেকার লোকদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৫. **সুষম উন্নয়নঃ** ক্ষুদ্র শিল্প দেশের সর্বত্রই স্থাপনা করা যায়। ফলে দেশে সুষম উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আসে।

৬. **উদ্যোক্তার প্রতিভা পালনঃ** ক্ষুদ্র শিল্প দেশের উদ্যোক্তাদের শিল্পোদ্যোগের ফল। ক্ষুদ্র শিল্পে সফলতা অর্জন করলে সে নতুন ও বড় ধরণের কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

৭. **আয় বন্টনঃ** ক্ষুদ্র শিল্প সারা দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে থাকলেও বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান করে, ফলে আয়ের এক ধরণের বিস্তৃত বন্টন হয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, ক্ষুদ্র শিল্প যেমন বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে তেমনি বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাঝারি শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মোট শিল্প খাতে বেশির ভাগই আসে মাঝারি শিল্প থেকে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাঝারি শিল্পের ভূমিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

১. মূলধন বেশী ও অধিকতর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম করতে মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. দেশীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে মাঝারি শিল্প পল্লী অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে। ফলে অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩. সুষম শিল্প উন্নয়ন করে মাঝারি শিল্প অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করে থাকে।

৪. বৃহদায়তন শিল্পে কাঁচামাল ও দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করে মাঝারি শিল্প দেশের মুল কাঠামো শক্তিশালীকরণে সাহায্য করে।

৫. মাঝারি শিল্প স্থাপনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরকার সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে রাজস্ব আয় করে থাকে।

৬. মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

- যে সব শিল্প কারখানায় বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কম মূলধন এবং মূলধনের তুলনায় বেশী সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় সধারণভাবে সেসব শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে ।
- যে সব শিল্প কারখানায় ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনায় বেশী মূলধন এবং ক্ষুদ্র শিল্পে যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা তার চেয়ে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হয় সাধারণভাবে সেসব শিল্পকে মাঝারি শিল্প বলা হয় ।
- বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা অনস্বিকার্য। দারিদ্র বিমোচন, স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এর অবদান উলে- খযোগ্য ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উৎপাদনমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে কত জন শ্রমিক কাজ করে-

ক) ২৫-৯৯ জন খ) ২০-৫৫ জন

গ) ১৫-২০ জন ঘ) ২০-৭০ জন

২। সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কত জন শ্রমিক কাজ করে-

ক) ৫০-১০০ জন খ) ৪০-৮০ জন

গ) ৪৫-৯০ জন ঘ) ৪৭-৯৫ জন

৩। কোন শিল্পের অধিকাংশ কাজই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োজিত শ্রমিকের দ্বারা পরিচালিত হয় ?

ক) ক্ষুদ্র শিল্প খ) কুটির শিল্প

গ) তাঁত শিল্প ঘ) পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প

৪। কোন শিল্পে অধিকা মূলধন ও ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়

ক) কুটির শিল্প খ) ক্ষুদ্র শিল্প

গ) মাঝারি শিল্প ঘ) গামেন্টস শিল্প

৫। ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগযোগ্য টাকার সর্বোচ্চ পরিমান কত ?

ক) ১০ কোটি টাকা খ) ৫ কোটি টাকা

গ) ১০ লক্ষ টাকা ঘ) ১৫ লক্ষ টাক

৬। নিতাই স্থানীয় বাজারে ভাড়া করা ঘরে দা, কোদাল, খোন্তা তৈরির কারখানা চালু করল। নিতাইয়ের কারখানাটি কি জাতীয় শিল্প ?

ক) হস্ত শিল্প খ) ক্ষুদ্র ইস্পাত দ্রবাদি প্রস্তুত শিল্প

গ) লোহা শিল্প ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

পাঠ-৮.৬ বৃহৎ শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব/অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বৃহৎ শিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বৃহৎ শিল্প, শ্রমিক,

বৃহৎ শিল্পের ধারণা

উৎপদনমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে "বৃহৎ শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

সেবা মূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "বৃহৎ শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে উলে- খযোগ্য হল সিমেন্ট শিল্প, সার শিল্প, কাগজ শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, ইস্পাত শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, ঔষধ তৈরী শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প প্রভৃতি।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বৃহৎ শিল্পঃ

• খাদ্য প্রক্রিয়করণ শিল্প • জনশক্তি রপ্তানি • জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প • নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার উইন্ড মিল) • পর্যটন শিল্প • আইসিটি পণ্য ও আইসিটিভিত্তিক সেবা	• তৈরী পোষাক শিল্প • ভেষজ ঔষধ শিল্প • চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য • হাশপাতাল ক্লিনিক • অটোমোবাইল

বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো:

১. বৃহৎ শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমান মূলধন প্রয়োজন হয় এবং এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিয়োজিত থাকে। শ্রমিক ছাড়া এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

২. বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো এই শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করতে আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়।

৩. বৃহৎ শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধারণত শহর বন্দর নদীর আশেপাশে যেখানে অন্যান্য বড় শিল্প গড়ে উঠে সেখানে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব/অবদান

বাংলাদেশে অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে নিম্নে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব দেওয়া হলোঃ

১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহৎ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশে ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

২। কর্মসংস্থানের সুযোগ ঃ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিয়োজিত থাকে। ফলে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা বেকার ও অর্ধবেকার লোকদের কর্মসংস্থানের আয় বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করে।

৩। স্থানীয় সম্পদের সদব্যবহার ঃ দেশীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

৪। উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ বর্তমানে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। ফলে পণ্যের মান ভাল হয় ও অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদিত হয়। অধিক পরিমানে পণ্য উৎপাদিত হওয়ার ফলে মুনাফা অধিক হয়। ফলে দেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫। উদ্যোক্তাদের প্রতিভা পালন ঃ জহুরুল ইসলাম এর মতো এমন অনেক উদ্যোক্তাই নিজস্ব চিন্তা চেতনার প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করছে। তাই বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করতে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

- বৃহৎ শিল্প বলতে সে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে গঠন করতে ১৫ থেকে ৩০ কোটির মূলধন প্রয়োজন হয় এবং ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প গুলোর মধ্যে কোন গুলো উলে- খ্যযোগ্য ?

ক) বিস্কুট ও দেয়াশালাই শিল্প খ) পাটকল ও চিনি শিল্প

গ) হোসিয়ারি বস্ত্র শিল্প ঘ) সাবান ও সেমাই এর কারখানা

২। বৃহৎ শিল্পের কাঠামো শক্তিশালীকরণে কোন শিল্প সহযোগিতা করতে পারে ?

i) কুটির শিল্প

ii) ক্ষুদ্র শিল্প

iii) মাঝারি শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i এবং iii

পাঠ-৮.৭ বাংলাদেশে উন্নত ও অনুন্নত শিল্প এলাকা সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে উন্নত ও অনুন্নত শিল্প এলাকাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

বাংলাদেশে উন্নত ও অনুন্নত শিল্প এলাকা

বাংলাদেশে শিল্পে অনগ্রসর। কতিপয় সমস্যা ও বাধার কারণে শিল্পোন্নয়নের গতি এখনও মন্থর। প্রধাণত অনুন্নত আর্থসামজিক অবকাঠামো যেমন-অনুন্নত রাস্তা-ঘাট, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব, মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব, মালিক শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি কারণে শিল্পোন্নয়নের গতিধারা ব্যহত হচ্ছে। আবার দেশের সকল এলাকা শিল্পে সমভাবে উন্নত নয়। ফলে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন জেলাতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ২০১০ সালের শিল্পনীতিতে বাংলাদেশের শিল্পে অগ্রসর ও অনগ্রসর জেলাসমুহের একটি তালিকা প্রদান করছে। উক্ত তালিকা নিম্নরূপ:

বিভাগ	উন্নত জেলা	অনুন্নত জেলা
ঢাকা বিভাগ	ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদি, গাজীপুর	জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ।
চট্রগ্রাম বিভাগ	চট্রগ্রাম,কক্সবাজার, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়খালী ও লক্ষীপুর	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন।

বিভাগ	উন্নত জেলা	অনুন্নত জেলা
রাজশাহী বিভাগ	বগুড়া	জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা।
রংপুর বিভাগ		রঙপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা
খুলনা বিভাগ		চুয়ডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, নড়াইল, যশোর,সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট।
বরিশাল বিভাগ		বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা।
সিলেট বিভাগ		সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**

আপনার নিজ জেলা নির্বাচন করুন এবং সে জেলা শিল্পের জন্য উন্নত বা অনুন্নত হবার কারণগুলো চিহ্নিত করুন।

নিজ জেলার নাম	শিল্প এলাকা হিসেবে অবস্থান	শিল্পে উন্নত হবার বা অনুন্নত থাকার কারণ

সারসংক্ষেপ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের উন্নত ও অনুন্নত শিল্প এলাকাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ২০১০ সালের শিল্পনীতিতে বাংলাদেশের শিল্পের উন্নত জেলাগুলো কি কি ?
ক) ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা
খ) জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল
গ) মাদারীপুর, ফরিদপুর, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, মুন্সীগঞ্জ
ঘ) নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর

২। ২০১০ সালের শিল্প নীতিতে বাংলাদেশের শিল্পের অনুন্নত জেলাগুলো কি কি ?
ক) জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়সনসিংহ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, খাগড়াছড়ি, রাজশাহী, নাটোর প্রভৃতি
খ) ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী প্রভৃতি
গ) চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ঘ) চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১

রাশিক ১১ কোটি টাকা ব্যায়ে পাটচাষের জন্য বিখ্যাত ঢাকা বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর গ্রামে একটি পাট ও পাটজাত শিল্প স্থাপন করেন তার বন্ধু রাফি সমপরিমাণ বিনিয়োগ করে একই ধরনের শিল্প স্থাপন করলেন রাজশাহী অঞ্চলে যেখানে আখ চাষ বেশী হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে রাশিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি রাফির প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী মুনাফা করে।

(ক) ব্যাপক অর্থে শিল্পকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
(খ) সেবা শিল্প বলতে কি বুঝায় ? ব্যাখ্যা করুন।
(গ) বিনিয়োগের মাপকাঠিতে রাশিকের ব্যবসাটি কোন ধরনের?
(ঘ) রাশিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে অধিক মুনাফা হওয়ার কারন বিশে- ষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ ২

আক্তার বানুর আছে সামান্য জমি,পুঁজি ও কারিগরী জ্ঞান। তিনি চান তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর শিল্প স্থাপন করতে। তিনি উদ্যোগ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠার বিসিক এ তালিকাভুক্ত হলেন বিসিক এলাকার জমির জন্য নির্ধারিত মাসুল প্রদানসহ ফরম পুরণ করে আবেদন করলে জমি বরাদ্দ কমিটি তা বিবেচনা করেন।

(ক) শিল্প বলতে কি বুঝায় ?
(খ) কুটির শিল্পকে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতিক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।
(গ) বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য গুলো বর্ননা করুন।
(ঘ) প্রতি জেলায় বিসিক শিল্প গড়ে তুলতে সরকারের ভুমিকা মূল্যায়ন করুন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১	:	১.খ	২.ক	৩.খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২	:	১.ক	২.গ	৩.ক	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩	:	১.গ	২.খ	৩.খ	৪. খ	৫. খ	৬.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪	:	১.ক	২.ঘ	৩.ক	৪. ক	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৫	:	১.ক	২.ক	৩. ক	৪. গ	৫. ক	৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৬	:	১.খ	২. গ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৭	:	১.ক	২. ক				